Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

হুযুর তাজুশ্‌শরীয়া আলাইহির রহমা
(1942-2018)

লেখক
মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

পরিবেশনা
রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট

উৎসর্গ

শহীদে আযাম হযরাত ইমাম
হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ কারবালা প্রান্তরের সকল
শোহাদাদের উদ্দেশ্যে
তৎসহ
আমার ওস্তাজূল মুহতারাম মুফতী–এ–আযাম,ফখরে
আয্হার,তাজুশ্‌শরীয়া হযুর আখতার রেজা খান
আযহারী(আলাইহির রহমা)পবিত্র রূহ মোবারকের উদ্দেশ্যে

আবেদন

আজ তাজুশ্‌শরীয়া আলাইহির রহমার চাহরাম শরীফ। যে কারণে শুধুমাত্র অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টায় এই কাজ সমাপ্ত করলাম। বিনামূল্যে পাঠের জন্য ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশ করলাম। পুস্তকটির বৃহৎ আকারে সংস্করন এবং জন-সম্মুখে প্রকাশের. জন্য ব্যাপক অর্থের প্রয়োজন। তাই গোলামানে তাজুশ্‌শরীয়ার নিকট আবেদন পুস্তটির সংস্করন বের করতে রেজবী অ্যাকাডেমীতে অর্থ দ্বারা সহযোগীতা করুন।

যোগাযোগ
মৌলানা আনওয়ার হোসাইন রেজবী
৯১৪৩০৭৮৫৪৩,৯১৫৩৬৩০১২১,

হুযুর তাজুশ্‌শরীয়া (আলাইহির রহমা)

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

প্রথম প্রকাশঃ-১০যিলক্বাদ,১৪৪০হিজরী (২৩ জুলাই,২০১৮)

বি.দ্রঃ-আমাদের যাবতীয় পুস্তক পেতে ভিজিট করুন
yanabi.in

প্রাক্ কথন

আল্লাহর নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা যিনি মহান,অগণিত দরুদ বর্ষিত হোক আমাদের আক্বা তথা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর। আজ বিশ্ব বরেণ্যের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বর পবিত্র ওফাতের চতুর্থ দিন। তিন দিন যাবৎ যাঁর বিচ্ছেদ বেদনা সর্বদাই অন্তরকে ব্যথিত করে রেখেছে। স্বীয় পিতা মাতার বিচ্ছেদ বেদনা এত দু:খ দেয় না যে দু:খ আমার ওস্তাদ তথা সমগ্র সুন্নী বিশ্বের জান ,ওলামাদের শান মুফতী-এ-আযাম তাজুশ শরীয়া হুযুর আযহারী মিঞা আলাইহির রহমার বিচ্ছেদ আমাকে দিয়েছে। শুধু মাত্র ভারতের ওলামা মাশায়েক নন যার পবিত্র জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য সারা বিশ্বের কোনা কোনা হতে ওলামা মাশায়েখরা ছুটে এসেছেন। তম্মেধ্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট,সারা বিশ্বের কানযুল ওলামা সহ আরও অনেকে। হুযুরের জানাযায় শরীক না হতে পারা দু:খ আমার কাছে বেদনাদায়ক হলেও হুযুরের শাগরিদ হওয়া সৌভাগ্য অন্তরকে প্রহ্লাদিত করে রেখেছে। উল্লেখ্য ২০০৯ সনে মিসর সফরে তিনি ভারত,পাকিস্থান,বাংলাদেশ সহ আরও অন্যান্য দেশের ছাত্রদের মুসলিম শরীফের তালিম দিয়েছিলেন আমি অধমও সেই তালিমে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম।সাথে সাথে হুযুরের ক্ষণিক জন্য খিদমাত করার সৌভাগ্যও হয়েছিল।তাঁর পবিত্র দরবারে পবিত্র খেরাজের আক্বীদা পেশ করার জন্য খুব অল্প সময়ে হুযুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী বাংলা ভাষায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম।কারণ এর পূর্বে হুযুরের জীবনী আমার জ্ঞানমতে বাংলা ভাষায় এক লাইনও লেখা হয়নি যা বাঙ্গালীদের জন্য দুভার্গ্য ।আল্লাহ পাক আমাদের কে হুযুর তাজুশ শরীয়া নকশে্ ক্বদমে চলার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর ফায়েযে আমাদের ধন্য করুন।(আমীন বে জাহে সাইয়েদিল মুরসালিন)

খাদিমে রেজা নরুল আরেফিন রেজবী

জিলক্বাদ ১৪৪০ হিজরী

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ

حَمَلَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ

সরকার তাজুশ্‌শরীয়া আলাইহির রহমা

বিশ্ব বরেণ্য মেনেছে রাজ তোমার, তুমি তাজুশ্‌শরীয়া
বিশ্বকে শিখিয়েছ সুন্নী মাসলাক, তুমি তাজুশ্‌শরীয়া।।

তাজুশ্‌শরীয়া আল্লামা মুফতী আখতার রেজা ক্বাদেরী আযহারী আলাইহির রহমা মুসলিম বিশ্বে এক মহান ব্যক্তিত্ব। ইলম,আমাল,খোদাভিরুতা, শরীয়তে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দৃঢ়তা এবং হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি অগাধ মোহাব্বাত প্রভৃতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি লেখনী,দ্বীনি তাবলীগ, ফতওয়া লেখনী , শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি দিক দিয়েই ছিলেন অসাধারণ। পরদাদা মুজাদ্দিদে আযাম,শাইখুল ইসলাম হুযুর আলা হযরাত, দাদা জান হুযুর হুজ্জাতুল ইসলাম হযরাত হামিদ রেজা খান ও নানা জান হুযুর মুফতী এ আযাম-দের নুরে ভরা ইল্ম ও আমানতে এক সঠিক উত্তরসূরী ছিলেন তিনি। তাঁর জ্ঞানের চর্চার দ্বারা হুযুর আলা হযরতের স্মরণ তাজা হয়ে যেত। তাকওয়া পরহেজগারীর দিক দিয়েও ছিলেন হুযুর গাওসে আযামের নিদর্শন।

জন্মকাল:- হুযুর তাজুশ্‌শরীয়া ২৬ মুহাররম ১৩৬২ হিজরী মোতাবিক জন্ম ২ ফেব্রয়ারী ১৯৪২ সালে মতান্তরে ২রা ফেব্রয়ারী ১৯৪৩ সালে মঙ্গলবার বেরেলী শহরে সাওদাগরান মহল্লায় জন্ম হয়েছিল।

আক্বীকা ও নামকরণ:-মুহাম্মাদ নামে আক্বীকা হয়। তাঁর অপর নাম ইসমাইল রেজা। কিন্তু সারা বিশ্বে তিনি আখতার রেজা খান নামে পরিচিত ছিলেন।

বংশ পরিচিতিঃ- পিতার নাম হযরাত ইব্রাহীম রেজা যাঁর উপাধী ছিলেন মুফাস্‌সিরে আযাম। তিনি জিলানী মিঞা নামেও পরিচিতি ছিলেন। পিতামহ হলেন হুযুর হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজা খান এবং মাতামহ তথা নানা হলেন মুফতীয়ে আযাম হুযুর মুস্তাফা রেজা খান সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহুম। প্রোপিতামহ হলেন মুজ্জাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাত হুযুর আলা হযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু । তাজুশ্‌শরীয়ার বংশ শৈলি হল এরূপ ঃ-

আলা হযরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(পুত্র সন্তান) (কন্যা সন্তান)

আল্লামা হামিদ রেজা খান (হুজ্জাতুল ইসলাম) — আল্লামা মুস্তাফা রেজা খান (মুফতী-এ-আযাম)

(পুত্র সন্তান) (কন্যা সন্তান)

ইব্রাহীম রেজা — হাম্মাদ রেজা

তাজুশ্‌শরীয়া আল্লামা আখতার রেজা — অন্যান্যগণ

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

শিক্ষালাভ ঃ-সর্বপ্রথম শিক্ষা স্বীয় মাতা তথা হুযুর মুফতী-এ-আযামের কন্যা বারকাতি বেগমের নিকট হতে অর্জন করেন। যখন বয়স ৪ বছর ৪মাস ৪দিন হয় তখন পিতা হযরাত ইব্রাহীম রেজা বিসমিল্লাহ খানী করান। এরপর হুযুর আলা হযরাত প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা দারুল উলুম মানযারে ইসলাম হতে তালিম হাসিল করেন। এখানে হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সান্নিধ্যে থেকে কোরাআন,হাদিস,তাফসির, ফেকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এছাড়াও বেরেলী শহরের ইন্টার কলেজ হতে দুনিয়াবী জ্ঞানেও পাণ্ডিত্য হাসিল করেন। এরপর ইসলামি বিদ্যায় অধিক পাণ্ডিত্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আল-আযহারে গিয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৬৩-১৯৬৬ সন পর্যন্ত মিসরের আযহার ইউনিভারসিটির উসুলে দ্বীন বিভাগ হতে সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এখানে তিনি সর্বদা প্রথমস্থান অর্জন করতেন। মিসরের কোন বড় আল্লামা যখন কোন প্রশ্ন করতেন নিমেষের মধ্যে তাজুশ্‌শরীয়া তার উত্তর দিতেন । এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিতেন এসব পূর্বেই আমাদের দারুল উলুম মানযারে ইসলাম হতে শিখেছি। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান গরীমার জন্য জামে আযহার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। [১]

শিক্ষকমন্ডলী:- তাঁর শিক্ষক মন্ডলীর মধ্যে অন্যতম হলেন মুফতী-এ-আযাম হুযুর মুস্তাফা রেযা খান,বাহরুল উলুম সাইয়াদ আফজাল হোসাইন রেজবী মুঙ্গেরী,মুফাস্‌সিরে হিন্দ মোহাম্মাদ ইব্রাহীম রেজা জিলানী রেজবী,ফাযিলাতুশ শাইখ আল্লামা মোহাম্মাদ সামাহী-শাইখে আযহার জামে আযহার মিসর প্রমুখগণ।

১.মুফতী আযাম হিন্দ আওর উনকে খোলাফা ১ম খন্ড ১৫০ পৃ:

বিবাহ মোবারক ও সন্তান সন্ততি

হুযুর তাজুশ্‌শরীয়া হাকিমুল ইসলাম মাওলানা হাসনাইন রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমার কন্যা নেক আখতারের সহিত ৩রা নভেম্বর ১৯৬৭ সালে সোমবারের দিন কাঙ্কর টোলায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর এক সন্তান এবং পাঁচ কন্যা বর্তমান।

বাইয়াত ও খেলাফৎ

হুযুর তাজুশ্‌শরীয়ার বাইয়াত ও খেলাফৎ হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ হতে লাভ হয়েছিল। হুযুর মুফতী-এ-আযাম হুযুর তাজুশ্‌শরীয়াকে ১৯ বছর বয়সে ১৩৮১ হিজরীতে সকল প্রকার সিলসিলার খেলাফৎ প্রদান করেন। এছাড়াও খলিফায়ে আলা হযরাত বুরহানুল হক জব্বলপুরী,সাইয়েদুল ওলামা হযরাত সাইয়াদ শাহ আলে মুস্তাফা বারকাতী মারহারাবী,আহসানুল ওলামা হযরাত সাইয়াদ হায়দার হাসান মিঞা বরকাতী এবং ওয়ালিদ মাজিদ মুফাস্‌সিরে আযামের নিকট হতেও সকল প্রকার খিলাফৎ প্রদত্ত হয়। [১]

দারুল ইফতার মহৎ দায়িত্ব গ্রহণঃ-

সরকার মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর দারুল ইফতার মহৎ জিম্মেদারী তাজুশ্‌শরীয়ার হাতে অর্পন করা হয়। দারুল ইফতার দায়িত্ব দেওয়ার সময় সরকার মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাজুশ্‌শরীয়ার উদ্দেশ্যে বলেন,আখতার মিঞা আর ঘরে বসার সময় নাই,এই লোকেরা যাদের ভীড় লেগে আছে এরা কখনও নিশ্চিন্তে

১.তাজাল্লিয়াতে তাজুশ্‌শরীয়া ১৬৯ পৃঃ

বসতে দেবে না;এখন থেকে তুমি এই কাজের দায়িত্ব নাও,আমি তোমার উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করলাম। লোকেদের উদ্দেশ্যে সরকার মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,আপনারা এরপর আখতার মিঞা সাল্লামাহুর নিকট আসুন, আমি আমার দায়িত্বের স্থলাভিক্ত তাকে করেছি।

ফতওয়া লেখনী

হুযুর তাজুশ্‌শরীয়া ফতওয়া প্রদান সম্পর্কে নিজেই মন্তব্য করেন-- আমি ছেলেবেলায় হুযুর মুফতী আযামের নিকট দাখেলা সিলসিলা হয়ে গিয়েছিলাম। জামেয়া আযহার হতে ফিরে আমি আমার পছন্দ স্বরূপ ফাতওয়া প্রদানের কাজ শুরু করি। শুরু শুরুতে আমি মুফতী সাইয়াদ আফজাল হোসাইন ও অন্যান্য মুফতীদের তত্ত্বাবধানে ফতওয়া লেখনীর কাজ শুরু করি। আবার কখনও কখনও হাযরাত মুফতী-এ-আযামের খিদমতে হাজির হয়ে ফতওয়া লেখনী দেখাতাম। কয়েকদিন পর আমার এই কাজে আর আগ্রহ বেড়ে যায় এবং বরাবর হাযরাত মুফতী-এ-আযামের খিদমতে হাজির হতাম। হযরাতের ফায়েযে অল্প সময়ে এই কাজে আমার ওই ফায়েয হাসিল হয় যা বহুদিন যাবৎ বসার পরও হাসিল হওয়া সম্ভব নয়।[১]

তাজুশ্‌শরীয়ার প্রদত্ত ফতওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মুহাদ্দিসে কাবীর হুযুর জিয়াউল মুস্তাফা দামাত বরকাতুহুমুল আলিয়া মন্তব্য করেন, তাজুশ্‌শরীয়ার কলম নির্গত ফতওয়া পাঠ করে এমন মনে হয় যেন আমরা আলা হযরাতের তাহরীর পাঠ করছি....।[২]

১.মুফতী আযাম হিন্দ আওর উনকে খোলাফা ১ম খন্ড ১৫০ পৃঃ

২.হায়াতে তাজুশ্‌শরীয়া ৪৪ পৃঃ

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

হুযুর তাজুশ্শরীয়া বিশ্ব বরেণ্য ওলামাদের দৃষ্টিতে ঃ-

মুহাদ্দিসে শাইখ সাইয়াদ মুহাম্মাদ বিন আলুবী আব্বাসী মালিকী-(মক্কাতুল মুকাররাম)-ঃ তিনি হুযুর তাজুশ্শারিয়ার জন্য মুহাদ্দিসে হানাফী,মুহাদ্দিসে আযাম,বড় আল্লামা প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।এক বক্তৃতায় তিনি মন্তব্য করেন,হুযুর তাজুশ্শারিয়াকে এমন স্থানে অনুমান করছি যা ব্যক্ত করার মত ভাষা আমার কাছে নাই। (তাজাল্লিয়াতে তাজুশ্শরীয়া ৫৯৪ পৃ:)

শাইখ জামিল বিন আরিফ হাসাইনি শাফিয়ী (ফিলিস্তিনী)ঃ-হুযুর তাজুশ্শারিয়া ব্যক্তিত্ব এমনই এক ব্যক্তিত্ব যে তাঁর ওসীলায় যদি দোওয়া চাওয়া হয়,তাহলে আল্লাহ পাক তাকে জরুর কবুল করেন। তিনিও তাঁর ওয়াজের মধ্যে হুযুর তাজুশ্শারিয়া সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ওয়ালা মুসলিমিন ,আরিফ বিল্লাহ প্রভৃতি পদবী ব্যবহার করেন।(তাজাল্লিয়াতে তাজুশ্শরীয়া ৫৯৫ পৃ:)

শাহাজাদায়ে হুযুর গাওসে আযাম ড: আব্দুল আযীয আল খাতীব (দামাস্ক)ঃ- আমি এই আশা করেছিলাম আকাঙ্খা করেছিলাম যে,আগত সকল সুফীয়ায়ে কেরামদের সারপারাস্তি করবেন মুফতী আল ইমাম, আশ-শাইখ আখতার রেজা খান হিন্দী । কিন্তু কারণ বশত: আসতে পারেননি। তাঁর ফায়েজ আমাদের উপর জারী আছে.......।

আশ্শায়েখ মুহাম্মাদ ওমার বিন সালিম আল মেহদী আদ্দাবাগ হুযুর তাজুশ্শরীয়ার শানে আরবীতে মানকাবাত লেখেন এবং হুযুর তাঁকে সানদে হাদিসে , ইফতায় ইজাজত সহ খিলাফৎ প্রদান করেন। (তাজাল্লিয়াতে তাজুশ্শরীয়া ৫৯৫ পৃ:)

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

হুযুর তাজুশ্শরীয়ার বর্তমানে প্রযোজ্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফতওয়া :-

হুযুর তাজুশ্শরীয়ার অসংখ্য ফাতওয়ার মধ্যে বহু প্রচলিত কয়েকটি ফাতওয়া হল:-

১. **টি.ভি,ভিডিওর ব্যবহার হারাম:-** টি.ভি ,ভিডিও বর্তমান সমাজে খুবই গুরুত্ব সহকারে মানুষ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে যদি এর বিশ্লেষন করা হয় তাহলে তা ব্যবহার না জায়েয ও হারাম। হুযুর তাজুশ্শরীয়া ওই বর্তমান আবিষ্কৃত বস্তু সম্পর্কে যখন গবেষনা করলেন তখন এর প্রতিটি দিক দিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষন করে যে কুতুব মিনার প্রতিষ্ঠিত করেন তা সাধারণ মানুষতো দুরের কথা বড় বড় নামধারী লোকেদেরও বোধগম্যের বাইরে ছিল। হুযুর তাজুশ্শরীয়া প্রদত্ত এই সকল বস্তুর ব্যবহার নাযায়েজ ও হারাম বলে ফতওয়া কয়েকটি পুস্তাকারে বের হয়।

টি.ভি ও ভিডিওর স্ক্রিনে ফুটে ওঠা চিত্র ছবির হুকুমের মধ্যে পড়ে। তার ছবি দেখা বা দেখানো শরীয়াতের দৃষ্টিতে কঠোর হারাম। প্রকাশ থাকে যে,কিছু ওলামায়ে কেরাম টি.ভি ও ভিডিওর স্ক্রিনে ফুটে ওঠা চিত্রকে ছবি মানেননি,বরং এর উল্টো বলেছেন। হুযুর তাজুশ্শরীয়ার মতে, টি.ভি ও ভিডিওর চিত্র হল চলমান এবং পর্দায় ফুটে ওঠা চিত্রকে তাসবীর প্রমাণিত করে তা শরয়ী হুকুম বর্ণনা করেন। (অতিরিক্ত জানতে হুযুরের লিখিত ফতওয়া পাঠ করুন)।

এছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়ার মধ্যে চলন্ত ট্রেনে নামায পড়া,দাফের ন্যয় নকল করে নাত শরীফ পাঠ করা প্রভৃতি। এখানে সংক্ষিপ্ত করনের জন্য অধিক বর্ণনা করা হল না।

হুযুর তাজুশ্‌শারিয়ার নসীহত সমূহঃ

হুযুর তাজুশ্‌শারিয়া বিশ্ব মুসলিম দের উদ্দেশ্যে বহু নসীহত করেছিলেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোচনা করা হল, যেগুলি তিনি হজ্বের সময় বিশ্ব মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছিলেন ঃ-

১.মাসলাকে আলা হযরাত যা মাসলাকে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত, তার মধ্যেই দ্বীনের তত্ত্ব রয়েছে। আর যাকে দ্বীনে হাক্ব বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার ফরমান:-আল্লাহ মোমিনদের সেই অবস্থায় ছাড়বেন না যার মধ্যে তোমরা রয়েছে,যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র লোকেদের অপবিত্র থেকে পৃথক না করেন।(৪ পারা)

সুতরাং সুন্নীদের বিপক্ষে যত বাতিল ফেরকা রয়েছে তাদের সকলকে আল্লাহ ও রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুশমন-দ্বীনে ইসলাম ও মোমিনদের দুশমন জেনে নিজেদের হতে দূরে রাখবে ; যেমন ওহাবী ,দেওবান্দী,রাফেজী, তাবলিগী জামায়াত,মাওদুদী,নাদবী,নিচরী, গায়ের মুকাল্লিদ,ক্বাদিয়ানি প্রভৃতি। আল্লাহ তায়ালার ফরমান -স্মরণ আসার পর জালিমদের নিকটে বসিওনা -এ কারণে যে সে তোমাকেও জুলুমের দিকে নিয়ে যাবে, আল্লাহ ও রসুলের নাফারমান তৈরী করবে,শরীয়াতে মুস্তাফা ব্যতীত নতুন শরীয়াত তোমাদের নিকটে পেশ করবে। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর ফরমান,-জালিমদের সাথে সম্পর্ক করোনা; তোমাদের কেও আগুন স্পর্শ করে ফেলবে।

২.কোন বদ আক্বীদার কেতাব বা লেখনী পড়বে না কারণ শয়তানের ওয়াস ওয়াসা দিতে সময় লাগেনা। আল্লাহ তায়ালার ফরমান -শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

৩.দ্বীন ও ঈমাণ সবচেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু ।এদুটির হেফাজত করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন। নিজের প্রানের থেকে অধিক নিজের ঈমানকে হেফাজত করবে। বদ আক্বীদাদের সাথে সম্পর্ক করবেনা।

আপনে মাযহাব কো না হারগিজ ছোড়িয়ে
বাদ আক্বীদো সে না রিস্‌তা জোড়িয়ে।।

৪.রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মোহাব্বাত এ পর্যায় পযর্ন্ত করবে যেন পিতা-মাতা,সন্তান-সন্তুতি,ভাই-বোন, আত্নীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব সকলের তুলনায় অধিক হয়। ইশকে রাসুলই ঈমানের জান।

৫.বুজুর্গদের প্রতি আদাব,সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা রাখা জরুরী মনে করবে একারণে যে,আল্লাহর ফযল হতে ভরপূর হবে।হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ফরমান -সে আমাদের মধ্যে নয় যে,ছোটদের প্রতি রহম না করবে এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা না রাখবে। (মিশকাত শরীফ)

৬.পাঁচ ওয়াক্তের নামায পাবন্দীর সাথে করবে। এ কারনে যে মানুষের সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর। নামায সমস্ত খারাপ হতে বাঁচিয়ে সিরাতে মুসতাক্বীম বা সোজা রাস্তায় পরিচালিত করে। আল্লাহ পাকের ফরমানে আলিশান হল-অবশ্যই নামায রুখে রাখে নিলজ্জতা হতে,কু-বাক্য হতে। নামাযীর প্রতি আল্লাহ ও রাসুল খুশি হোন। যার বদৌলতে নামাযী উভয় জাহানে কামিয়াবী হয়।

৭.শরীয়াতের কানুন মোতাবিক নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে। যাতে অন্তর আল্লাহর স্মরনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে এবং জীবন সুন্নাতে মুস্তাফার দ্বারা তাজা হয়ে থাকে। (দো মাহি আল-রেযা ইন্টারন্যশনাল-পাটনা)

গ্রন্থ রচনায় হুযুর তাজুশ্‌শরীয়া

বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে তাজুশ্‌শরীয়া যে অবদান রেখে গেছেন তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। জ্ঞান তাপস তাজুশ্‌শরীয়া নিজ প্রতিভা দ্বারা যে সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, সেগুলি স্বীয় লেখনীর দ্বারা ও প্রমান রেখে গেছেন। অধিকাংশ পুস্তক আরবী ভাষায় লিখিত। তাঁর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুস্তক হলঃ-

১.হিজরাতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,
২.হাদিস ইখলাস,
৩.হাক্বীক্বাতুল বেরেলীবিয়া,
৪.হাক্কুল মুবিল,
৫.রুইয়াতে হেলাল কা সবুত আওর হুদুদ ও ক্বাযা,
৬.আল-মুতামিদুল মুসতানিদ,
৬. আনওয়ারুল মান্নান ফি তাওহিদুল ক্বুরআন,
৭.তাইসিরুল মাউন,
৮.ফিকহু শাহেনশাহ,
৯.শুমুলুল ইসলাম,
১০. তাশরিহ আল আমনু ওয়াল ওলা
১১. টাই কা মাসলা।
১২.শারহ হাদিসে নিয়াত
১৩.তিন তালাকো কা শরয়ী হুকুম
১৪.কিয়া দ্বীন কা মুহাম পুরী হো চুকী?
১৫. জাশনে ঈদ মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
১৬. ফজিলাতে নাসাব
১৭. তাসবীর কা মাসলা

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

১৮. আল কাওলুল ফাইক বে হুক্‌মে আল ইকতিদা বিল ফাসিক
১৯.আসমায়ে সুরা ফাতিহা কি ওযে তাসমীয়া
২০. আফব্দালিয়াতে সিদ্দীক আকবার ও ফারুক্ব আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু
২১. সাওদী মাযালিম কী কাহানী আখতার রেজা কী যোবানী
২২. মিনহাতুল বারী ফি হাল্লে সাহিহুল বোখারী
২৩. তারাজিমে ক্বোরান মে কানযুল ইমান কি আহমিয়াত
২৪. কুফর ,ঈমান,তাকফির
২৫. মুফতী আযাম হিন্দ আম ফান কে বাহরে যুখার ।

এছাড়াও হুযুর তাজুশ্‌শরীয়া বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেন। তাঁর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৬৮ টি। এছাড়াও তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া গুলি বিভিন্ন পুস্তাকারে এবং বিভিন্ন রিসালাতে বের হয়। নাত লেখনী দিক দিয়ে তিনি হুযুর আলা হযরাতের উত্তরসূরী ছিলেন। তাঁর লিখিত নাত শরীফের একত্রিতকরণ সাফিনায়ে বাখশিশ নামে প্রকাশিত হয়।

উপাধি

বহু উপাধিতে তাজুশ্‌শরীয়াতে ভূষিত করা হয় তন্মধ্যে কয়েকটি হল:-জামে আযহার অ্যাওয়ার্ড,তাজুশ্‌শরীয়া অ্যাওয়ার্ড,ফখরে আযহার অ্যাওয়ার্ড প্রভৃতি।

ওফাত

তাজুশ্‌শরীয়া গত ৭ জিলক্বাদ ১৪৪০ হিজরী মোতাবিক ২০ জুলাহ ২০১৮ সালে ইনতেকাল করেন।তাঁর মাযার শরীফ আযহারী গেষ্ট হাউসে প্রতিষ্ঠিত।

বি:দ্র:

কয়েক ঘন্টার মধ্যে লেখনীর কাজ সমাপ্ত হওয়ায় ভুল থাকা স্বাভাবিক। গুরুত্বপূর্ণ ভুল থাকলে এবং তথ্যের ভুল হলে সরাসরি আলাপ করুন ৯৭৩২০৩০০৩১ নম্বরে।

নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১.খাত্তিমুল মুহাক্বীকিন
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ
৪.জানে ঈমান তরজমা
৫.সাওতুল হক্ব
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা
৭.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৮.মিলাদুন্নাবী
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত)
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা
১৪. নুরী নামায শিক্ষা
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয়
১৭. উমরাহ হজ্বের নিয়মাবলী
১৮.সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান
১৯. ত্বালাকের অকাট্য বিধান
২০. হুযুর তাজুশ্‌শেরীয়া

....